দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 JUN 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

আজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। কার্যত এ পরীক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষার সূচনা—এখান থেকেই শিক্ষার্থী জীবনের পরবর্তী ধারা নির্ধারণ। ব্যক্তি আর জাতির জীবনে এ পরীক্ষার গুরুত্ব তাই অপরিসীম। সকল মহল থেকেই তাই এ পরীক্ষার সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের দাবী করা হয়ে থাকে। এ দাবীর পটভূমি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই। পরীক্ষায় অনিয়ম আর অসদুপায় অনুপ্রবেশের ফলে আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা আর শিক্ষার মান কোথায় পৌঁছেছে তা আমাদের সকলেরই জানা। এ পরিস্থিতিতে ভরসা একটাই, কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে পরীক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা তথা সুষ্ঠু পরীক্ষা নিশ্চিত করার জন্যে আগাম সতর্কতা আর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমরা আশা করবো, সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সচেতন আচরণ সুন্দর ও সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রদান নিশ্চিত করে শিক্ষার হারানো মান আর মর্যাদা উদ্ধারে অবদান রাখবেন।

পরীক্ষায় অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলার দায়-দায়িত্ব সাধারণভাবে তরুণ শিক্ষার্থীদেরই চাপানো হয়ে থাকে। তবে বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, এ কেবল শিক্ষার্থীদেরই দায় নয়। শিক্ষক-অভিভাবক থেকে শুরু করে সমাজের নানা স্তর ও মর্যাদার মানুষ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই সম্পৃক্তি অসদুপায় অবলম্বনের পথে উৎসাহ জুগিয়ে থাকে। সঙ্গতভাবেই, অনুরূপ অপরাধে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যেই উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সোজা কথায় যখন কাজ হয় না তখন শাস্তির কঠোরতা পরিহারের উপায় থাকে না। আমরা আশা করবো সতর্ক আর পক্ষপাতহীন বিবেচনার সঙ্গে প্রস্তাবিত শাস্তির প্রয়োগ করা হবে। শহর এবং গ্রাম সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে একই আদর্শ অনুসরণের উদ্যোগে আন্তরিকতার অভাব কোথাও ঘটবে না।

অপরাধের মাত্রাভেদে শিক্ষার্থীদের জন্যে জরিমানা থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা বাতিল, সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিল, এমন কি তিন বছর পর্যন্ত পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ রহিত করার বিধান রয়েছে। এই দরিদ্র দেশে একটি পরীক্ষা বাতিলই অধিকাংশের জন্যে শিক্ষাজীবন সমাপ্তির সমতুল্য। সে ক্ষেত্রে তিন বছর পর্যন্ত পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ রহিত করা কার্যত উচ্চতর শিক্ষার পথ রুদ্ধ করার সমতুল্য। অনেকের কাছে এ বিধান কঠোর মনে হতে পারে। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই কঠোরতার বিরোধিতা করার উপায় নেই। পরীক্ষায় অনিয়ম আর দুর্নীতি প্রশ্রয় পেলে শিক্ষাই অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। অর্থহীন শিক্ষা আর শিক্ষাহীনতার মধ্যে দ্বিতীয়টির গ্রহণযোগ্যতা অধিক। আমরা তাই তরুণ শিক্ষার্থীদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করে আশা করবো, কোনো বিপত্তি বা দুর্নাম যাতে তাদের আর স্পর্শ না করে সে চেষ্টাই তারা নেবেন। একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে আমরা তাদের সুশিক্ষার পথ চেয়ে আছি। তাদের সচেতন প্রচেষ্টাই জাতির প্রত্যাশাকে বাস্তবতায় রূপান্তরিত করতে পারে।

সতর্ক ব্যবস্থাপনায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবেই অনুষ্ঠিত হবে বলে আমরা আশা করছি। তবে পরীক্ষার সুষ্ঠু অনুষ্ঠানেই কি সব প্রত্যাশার পূরণ বা সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব? এ ক্ষেত্রে প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, যদি ধরে নিই পরীক্ষা আমাদের প্রত্যাশামত সুষ্ঠুভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে, তখনও প্রশ্ন থাকবে—এরপর কি? এই পরের ব্যাপারটা আমাদের কারো জানা নেই। গত বছর যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সকলের ভর্তির ব্যাপারটাই এখনো মেটেনি। এবার যারা বেরিয়ে আসবে তাদের নিয়ে আমরা কি করবো? নাকি এদের জীবন থেকেও এক দেড় বছর ছিনিয়ে নেয়ার মত অপূরণীয় অপচয়ই আমাদের বইতে হবে? পরীক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি এ দিকগুলো বিবেচনায় আনাও আমরা সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।